সংবাদ

পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

শিক্ষা : গ্রাম ও শহরের মধ্যে বৈষম্য বেড়েই চলেছে

গত কয়েক দশকে গ্রাম ও শহরের স্কুলগুলোতে শিক্ষার গুণগত মানের পার্থক্য মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি করেছে বলে এক সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণে প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদ উল্লেখ করেছেন। তিনি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা পদ্ধতি প্রসঙ্গে এ কথাগুলো বলেন। প্রধান উপদেষ্টা গত রোববার তার কার্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'শিক্ষা ক্ষেত্রে সুষ্ঠু পরিচালনা : স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও কার্যকরিতা' শীর্ষক তিন দিনব্যাপী এক সম্মেলন উদ্বোধন করেন। এই সম্মেলনের আয়োজন করে ইউনেস্কো। তার সঙ্গে সহযোগিতা করে শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় দুটি।

প্রধান উপদেষ্টা শুধু প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈষম্যের কথা উল্লেখ করেছেন। কলেজ পর্যায়ে শিক্ষার ব্যাপারেও মেট্রোপলিটন শহরগুলো এবং অন্যান্য ছোটখাট শহরে অবস্থিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যাপারেও একই ধরনের বৈষম্য বিদ্যমান। প্রতিটি জাতীয় পর্যায়ের পরীক্ষা এবং বিসিএস পরীক্ষায় এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। এর অর্থ এই নয় যে, গ্রাম ও মফস্বল শহরের ছাত্রছাত্রীরা কম মেধাবী। মেধা পরিচর্যার অভাবেই আমাদের পরীক্ষানির্ভর সমাজে তারা ভাল করতে পারে না। এর সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের অর্থনৈতিক অবস্থার বিষয়টি বিশেষভাবে সম্পর্কিত। সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা এই বৈষম্য দূর করতে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে আসছে।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, বাংলাদেশে শিক্ষার জন্য সরকারি খাতে জিডিপির মাত্র ২ শতাংশ ব্যয় করা হয়, যা আগামী দশকে দ্বিগুণ হওয়া প্রয়োজন। বর্তমানে সরকারি বাজেটে শিক্ষা খাতে বরাদ্দের পরিমাণ ১৫ শতাংশেরও কম। বাজেট প্রস্তাবে বলা হয়ে থাকে যে, খাতওয়ারি হিসাবে শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। অন্যদিকে প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের কথাও বলা হয়। কিন্তু বাস্তবে শিক্ষাখাতে কতটা ব্যয় হয়, তা নিয়ে স্বচ্ছ কোন বক্তব্য পাওয়া যায় না। আমাদের শিক্ষা খাতের সব পর্যায়ে দুর্নীতি বহুদিন থেকেই উৎকণ্ঠার বিষয় হয়ে আছে। ফলে মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষায় সরকারি অর্থব্যয়ের সুফল কতটা পৌঁছাতে পারে সেটা বলা কঠিন। বিভিন্ন সময়ের জরিপ থেকে দেখা যায়, গ্রাম পর্যায়ে সরকারি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষা ও শিক্ষাদানের মান অত্যন্ত নিচু।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান খারাপ হওয়ার কারণে শহরাঞ্চলে বেসরকারি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বিপুলভাবে বেড়ে গেছে। এদের মধ্যে ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই বেশি। আমাদের দেশের শিক্ষা কর্মকর্তাদের অধিকাংশের সন্তান-সন্ততিরা উচ্চ ফি'র বিনিময়ে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ে, অনেক কারণের মধ্যে এটা একটি কারণ যে, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর মানোন্নয়নে তাদের আন্তরিকতার অভাব রয়েছে। মেট্রোপলিটন এলাকাগুলোতে উচ্চবিত্তের সন্তান-সন্ততিরা বেসরকারি স্কুলেই লেখাপড়া করে। তার ওপর প্রাইভেট পড়িয়ে এসব ছাত্রছাত্রীকে পরীক্ষায় ভাল করার কায়দা-কানুন শেখানো হয়। এই প্রক্রিয়া মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত চলে। ফলে দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত পরিবারের ছাত্রছাত্রীরা সব ধরনের প্রতিযোগিতায় হেরে যাচ্ছে। এই দুষ্টচক্রে পড়ে গ্রামাঞ্চলের শিক্ষার্থীরা পিছিয়ে থাকছে।

শিক্ষাখাতে অর্থ বরাদ্দ একমাত্র সমস্যা নয়। প্রধান উপদেষ্টা যেমন বলেছেন, ব্যবস্থাপনা একটা বড় সমস্যা। এ খাতে টাকা-পয়সা ঢাললে তার বড় একটা অংশ ছিদ্রপথে বেরিয়ে যায়। গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর উন্নয়নে যে অর্থ বরাদ্দ করা হয় তা সদ্ব্যবহার কদাচিত হয়। ফলে কম শিক্ষক আসবাবপত্রবিহীন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যাই বেশি। শিক্ষক নিয়োগেও নানা ধরনের অনিয়ম বন্ধ করা যাচ্ছে না। গ্রামাঞ্চলে খুব বেশি প্রাথমিক বিদ্যালয় খুঁজে পাওয়া যাবে না যেগুলোতে পর্যাপ্তসংখ্যক শিক্ষক আছে। গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয়গুলোতে 'ড্রপ-আউট' কমানোর প্রায় প্রতিটি প্রকল্পই ব্যর্থ হচ্ছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোয় ঝরে পড়ার সংখ্যা আশঙ্কাজনক। যতদিন পর্যন্ত গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাকে মানসম্মত করা না যায়, ততদিন চমকপ্রদ প্রকল্প কোন কাজে আসবে না।